https://archive.org/details/@salim_molla

اليوم الآخر

أعده وترجمه للغة البنجالية

شعبة توعية الجاليات بالزلفي

الطبعة الثانية: ١١/١٤٢٠ هـ.

ح شعبة توعية الجاليات بالزلفي، ١٤١٧هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

شعبة توعية الجاليات بالزلفي

اليوم الآخر - الزلفي

٢٤ ص ؛ ١٢ × ١٧ سم

ردمك: ٤-٢٠-٨١٣-٩٩٦٠

(النص باللغة البنغالية)

١ - القيامة أ- العنوان

ديوي ٢٤٣ ١٧/٢٩٦٣

رقم الإيداع: ١٧/٢٩٦٣

ردمك: ٤-٢٠-٨١٣-٩٩٦٠

الصف والإخراج: **شعبة توعية الجاليات بالزلفي**

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فإن من أصول الإيمان وأركانه الستة الإيمان باليوم الآخر، فلا يكون الإنسان مؤمنا حتى يؤمن بما ورد في كتاب الله وما صح من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بذلك اليوم. وإن العلم باليوم الآخر و الإكثار من ذكره مهم لما له من تأثير كبير على صلاح نفس الإنسان وتقواه واستقامته على دين الله، فما يقسي القلب ويجرىء على المعاصي مثل الغفلة عن ذكر ذلك اليوم وأهواله وشدائده الذي قال الله فيه: ﴿يوما يجعل الولدان شيبا﴾ (المزمل ١٧) وقال أيضا: ﴿يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد﴾ (الحج ١٠٢)

أحكام اليوم الآخر
শেষ দিবস

সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের পালনকর্তা মহান আল্লাহর জন্য। দরূদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক নবীকুলের শিরোমণি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উপর এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীদের উপর।শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ঈমানের ছয়টি মূল ভিত্তি সমূহের মধ্যে অন্যতম ভিত্তি।কোন মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ না এদিবস সম্পর্কে অবতীর্ণ কুরআনের আয়াত ও বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীসে রাসূলের উপর ঈমান আনে।মানুষের আত্মার সংশোধন, খোদাভীতি ও আল্লাহর দ্বীনে অবিচল অনড় থাকার ক্ষেত্রে শেষ দিবসের জ্ঞান ও অধিকতর স্মরণের বিরাট প্রভাব রয়েছে। উক্ত দিনের ভয়াবহতা, আতংক ও ভীষণ পরিস্থিতির স্মরণ করা থেকে বিমুখ থাকার মত অন্য কোন জিনিস মানুষের অন্তরকে এত পাষাণ করে না, উদ্বুদ্ধ করে না তাকে পাপ করতে।আল্লাহ তা'য়ালা সেদিন সম্পর্কে বলেন,

﴿ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا﴾

অর্থাৎ, 'যে দিনটি বালকদিগকে বৃদ্ধ বানিয়ে দেবে'। (৭৩ঃ ১৭) তিনি অন্যত্র বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ، يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدٌ ﴾ الحج: ١-٢

অর্থাৎ, 'হে মানব জাতি, তোমাদের রবকে ভয় করো, নিঃসন্দেহে কেয়ামতের কম্পন বড় ভয়াবহ জিনিস।যেদিন তোমরা উহাকে দেখবে সেদিন অবস্থা এই হবে যে,প্রত্যেক স্তন্য দানকারিণী নিজের দুগ্ধপোষ্য সন্তান থেকে গাফেল হয়ে যাবে।গর্ভবতী নারীর গর্ভ খসে পড়বে এবং লোকদেরকে তোমরা উদভ্রান্ত দেখতে পাবে। অথচ তাঁরা নেশাগ্রস্ত হবে না, বরং আল্লাহর আযাবই এত দূর সাংঘাতিক হবে'। (২২ঃ ১-২)

মৃত্যু

১। এ পৃথিবীতে প্রত্যেক জীবের শেষ পরিণতি হচ্ছে মৃত্যু। আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন,

﴿ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴾

অর্থাৎ, 'প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে'। (৩ঃ ১৮৫) তিনি আরো বলেন,

﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾

অর্থাৎ, 'এ পৃথিবীতে সবই ধ্বংসশীল'। (৫৫ঃ২৬) তিনি তাঁর নবীকে উদ্দেশ্য করে বলেন,

﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُوْنَ ﴾

অর্থাৎ, 'আপনিও মৃত্যু বরণ করবেন আর তাঁরাও মরবে'। (৩৯ঃ৩০) এ বিশ্ব চরাচরে কোন মানুষের জন্য চিরস্থায়িত্ব নেই। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ﴾

অর্থাৎ, 'চিরন্তনতা তো তোমার পূর্বের কোন মানুষের জন্য সাব্যস্ত করে

দেয় নাই'। (২ ১ঃ ৩৪) মৃত্যু একটি নিশ্চিত বস্তু তাতে কোন সন্দেহ নেই। অথচ অধিকাংশ লোকই উহা থেকে গাফেল। একজন মুসলমানের করণীয় হলো, মৃত্যুর কথা অধিক অধিক স্মরণ করা এবং উহার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকা। অনুরূপভাবে দুনিয়া থাকতে সময় ফুরিয়ে যাবার পূর্বে আখেরাতের পাথেয় সঞ্চয় করা। আল্লাহর রাসূল(সাঃ) বলেছেন,

((إغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك)) مسند الإمام أحمد

অর্থাৎ, 'পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটি জিনিসের পূর্বে মূল্যবান মনে করো, তোমার জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে, তোমার সুস্থতাকে অসুস্থতার পূর্বে, তোমার অবসরকে ব্যস্ততার পূর্বে, তোমার যৌবনকে বার্ধক্যের পূর্বে এবং তোমার সচ্ছলতা, প্রাচুর্যকে দারিদ্র্যতার পূর্বে'।(মুসনাদ আহমদ) জেনে রাখুন, মৃত ব্যক্তি পার্থিব কোন সম্পদ কবরে বয়ে নিয়ে যাবে না।থাকবে তাঁর সঙ্গে শুধুমাত্র তার আমল। সুতরাং ভাল কাজের পাথেয় সংগ্রহ করতে আগ্রহী হোন, যা আপনাকে দেবে আনন্দ এবং আল্লাহর আযাব থেকে মুক্তি ও পরিত্রাণ।

২।মানুষের জীবনের সময় সীমা এমন একটি রহস্য ও গোপন বস্তু, যা একমাত্র মহান আল্লাহ জানেন, অন্য কেউ নয়। কেউ জানে না কোথায় মরবে এবং কখন মরবে।কারণ, সেটা গায়েবের ইলম্ তথা অদৃশ্য জগতের জ্ঞান, যা এক ও একক মহান আল্লাহই জানেন।

৩। মৃত্যু এলে তা দমন, প্রতিহত করা বা পিছিয়ে দেয়া কিংবা তা থেকে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।আল্লাহ পাক বলেন,

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لاَ يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلاَ يَسْتَقْدِمُوْنَ ﴾

الأعراف: ٣٤

অর্থাৎ, 'প্রত্যেক জাতির জন্য অবকাশের একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ আছে। তাদের সেই মেয়াদ যখন পূর্ণ হয়ে আসে তখন এক নিমিষেরও আগে কি পরে হয় না'। (৭ঃ৩৪)

৪। মুমিনের নিকট যখন মৃত্যু আসে, তখন মৃত্যুর ফেরেশতা সুন্দর মনোহর রূপ ও আকৃতি নিয়ে উপস্থিত হয়। সুগন্ধে ভরে যায় পরিবেশ। আর তাঁর সাথে থাকে রহমতের ফেরেশতা, যারা উক্ত ব্যক্তিকে জান্নাতের সু সংবাদ দেয়। আল্লাহ্ পাক বলেন,

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ أَن لاَّ تَخَافُوْا وَلاَ تَحْزَنُوْا وَأَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ﴾ فصلت: ٣٠

অর্থাৎ, 'যে সব লোক বলল, আল্লাহ্ আমাদের রব ও মালিক এবং তাঁরা এর উপর সুদৃঢ় ও অটল থাকল, নিঃসন্দেহে তাদের জন্য ফেরেশতা অবতরণ করে বলেন, ভয় পেয়োনা, চিন্তা করো না আর সেই জান্নাতের সুসংবাদ পেয়ে সন্তুষ্ট হও তোমাদের নিকট যার অঙ্গীকার করা হয়েছে'। (৪১ঃ৩০)

কাফেরের কাছে মৃত্যুর ফেরেশতা দুর্গন্ধময় কাপড়, কালো চেহারা ও ভীতিপ্রদ আকৃতি ধারণ করে আসেন এবং তাঁর সাথে থাকে আযাবের ফেরেশতা যারা তাঁকে আযাবের দুঃসংবাদ দেয়। আল্লাহ্ তা'য়ালা বলেন,

﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُوْنَ فِيْ غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلاَئِكَةُ بَاسِطُوْا أَيْدِيْهِمْ أَخْرِجُوْا أَنْفُسَكُمْ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللهِ غَيْرَ

الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُوْنَ ﴾ الأنعام: ٩٣

অর্থাৎ, 'যদি আপনি দেখেন যখন যালেমরা মৃত্যু-যন্ত্রণায় থাকে এবং ফেরেশতারা স্বীয় হস্ত প্রসারিত করে বলে, বের করে দাও তোমাদের আত্মা! অদ্য তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে। কারণ, তোমরা আল্লাহর উপর অসত্য বলতে এবং তাঁর আয়াতের মোকাবিলায় অহংকার ও বিদ্রোহ করতে' (৬ঃ ৯৩)।

মৃত্যু এলে বাস্তব সত্য উম্মোচিত হয়ে যাবে এবং আসল তত্ত্ব মানুষের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ لَعَلِّيْ أَعْمَلُ صَالِحاً فِيْمَا تَرَكْتُ، كَلاَّ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَّرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىْ يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴾

المؤمنون: ٩٩-١٠٠

অর্থাৎ, 'যখন তাদের কারো কাছে মৃত্যু আসে, তখন সে বলে, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) প্রেরণ, যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি, যা আমি করিনি। কখনই নয়, এ তো তার একটি কথার কথা মাত্র। তাদের সামনে অন্তরায় আছে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।' (২৩ঃ৯৯-১০০)।

মৃত্যু এলে কাফের ও পাপী লোক ভাল ও সৎকাজ করার জন্য পুনরায় পার্থিব জীবনের দিকেফিরে যেতে চাইবে কিন্তু সময় শেষ হওয়ার পর অনুশোচনা কোন কাজে আসবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿وَتَرَى الظَّالِمِيْنَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُوْلُوْنَ هَلْ إِلَىْ مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيْلٍ﴾ الشورى: ٤٤

অর্থাৎ, 'তুমি দেখতে পাবে এসব যালিম লোকেরা যখন আযাব দেখবে

তখন বলবে, এখন ফিরে যাবার কোন পথ কি আছে'? (৪২:৪৪)।
৫। বান্দাগণের উপর আল্লাহর অশেষ করুণা ও রহমত যে,যার মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে শেষ বাক্য 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' হবে, সে জান্নাত লাভ করবে।রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন,

((من كان آخر كلامه من الدنيا، لا إله إلا الله دخل الجنة))

অর্থাৎ, 'দুনিয়ায় যার শেষ বাক্য 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'। কারণ এমনি মুমূর্ষ অবস্থা ও সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে কালে-মার ব্যাপারে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছাড়া কোন মানুষের পক্ষে তা উচ্চারণ করা সম্ভব হবে না।নিষ্ঠাহীন ব্যক্তি তো মৃত্যুর যাতনায় তা ভুলে যাবে। একারণেই মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তিকে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর শিক্ষা দেয়া সুন্নত।

কবর

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন,

((إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه، إنه ليسمع قرع نعالهم، قال: فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، قال فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لاأدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: لادريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين)) سنن النسائي

অর্থাৎ, যখন বান্দাকে কবরে দাফন করা হয় এবং তাঁর সঙ্গী সাথীরা ফিরে

যায় আর সে তাদের জুতোর শব্দ শুনতে পায়, এমতাবস্থায় দু'জন ফেরেশতা এসে বসে যায় এবং তাকে বলে, এই ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি বল? রাসূল (সাঃ)বলেন, 'সে যদি মুমিন হয়, তাহলে বলবে,আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল'। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, 'তখন তাকে বলা হবে, দেখ! দোযখে তোমার স্থান, আল্লাহ তার পরিবর্তে বেহেশতের একটি আসন দান করেছেন'।রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, সে উভয় আসন অবলোকন করবে'। কাফের বা মুনাফেককে বলা হবে, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি বল? সে বলবে, আমি জানি না, মানুষ যা বলতো, আমিও তাই বলতাম। অতঃপর তাকে বলা হবে, না তোমার জ্ঞান ছিল; না যাদের জ্ঞান ছিল তাদের অনুসরণ করেছিলে।লোহার হাতুড়ি দ্বারা এমন এক প্রচন্ড আঘাত করা হবে, যার ফলে সে এমন চিৎকার করবে, যা মানুষ ও জ্বীন ছাড়া কবরের পার্শ্বস্থ সব কিছু শুনতে পাবে। (নাসায়ী)

কবরে মানুষের দেহে প্রাণ ফিরে আসার বিষয়টি আখেরাত সংশ্লিষ্ট বিষয় হেতু মানুষের বিবেকবুদ্ধি এ পৃথিবীতে তা অনুধাবন করতে পারে না। মুসলমানদের ঐকমত্য বিশ্বাস যে, মানুষ প্রকৃত মুমিন ও অফুরন্ত সুখের যোগ্য হলে সে কবরে আরাম উপভোগ করবে অথবা শাস্তির যোগ্য হলে সে শাস্তি পাবে। আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন,

﴿ اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوْا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴾ (غافر٤٦)

অর্থাৎ, 'সকাল ও সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয়। আর যখন কেয়ামতের মুহূর্ত আসবে তখন নির্দেশ হবে যে, ফেরাউনের দলবলকে কঠিনতর আযাবে নিক্ষেপ করো' (৪০:৪৬)। আর আল্লাহর

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন,

((تعوذوا بالله من عذاب القبر))

অর্থাৎ, 'কবরের আযাব থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও'।(আবু দাউদ) সুষ্ঠবিবেকও তা অস্বীকার করে না। কারণ,মানুষ এ পার্থিব জীবনে উহার সাদৃশ্য বা কাছাকাছি বস্তু দেখে। ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নে অনুভব করে যে, তাকে কঠিনতর শাস্তি দেয়া হচ্ছে আর সে চীৎকার করে এবং অন্যের সহযোগিতা কামনা করে, কিন্তু তাঁর পাশের ব্যক্তি কিছুই এ সম্পর্কে অনুভব করে না। অথচ জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে বিরাট তফাৎ রয়েছে।

কবরে শাস্তি দেহ ও প্রাণ (আত্মা) উভয়ের উপর হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন,

((القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه)) الترمذي

অর্থাৎ, 'কবর হচ্ছে আখেরাতের প্রথম মাঞ্জিল, যে উহা থেকে মুক্তি পাবে, পরবর্তীতে আরো সহজে মুক্তি পাবে। আর যে কবর থেকে মুক্তি পাবে না, সে পরবর্তীতে আরো কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হবে'। (তিরমিজী) মুসলমানদের উচিত কবরের আযাব থেকে মুক্তি কামনা করা, বিশেষ করে নামাজের সালাম ফিরার পূর্বে।অনুরূপ ভাবে পাপ থেকে দূরে থাকা যা কবরের আযাব ও দোজখের আগুন ভোগ করার প্রধান কারণ।

'কবরের আযাব' বলা হয়, কারণ অধিকাংশ মানুষকে কবরে দাফন করা হয়।পানিতে ডুবেগেলে বা আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেলে কিম্বা হিংস্র পশু খেয়ে ফেললেও আযাব বা আরাম ভোগ করবে। কবরের আযাব বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। যেমন লোহা বা অন্য কিছুর হাতুড়ি দ্বারা আঘাত

করা, অন্ধকার দিয়ে কবর পূর্ণ করে দেয়া, আগুনের বিছানা বিছিয়ে দেয়া, দোযখের দিকে দরজা খুলে দেয়া, তার খারাপ ও পাপ কার্যসমূহ একজন কুশ্রী দুর্গন্ধময় কাপড় পরি হিত ব্যক্তির রূপ ধারণ করা ইত্যাদি। মুনাফিক বা কাফের হলে আযাব অব্যাহত থাকবে। পাপীমুমিনের পাপ অনুসারে আযাব বিভিন্ন প্রকার হবে আর সে আযাব নির্দিষ্ট সময়ের পর বন্ধ হয়ে যবে। পক্ষান্তরে মুমিন কবরে আরাম ও পরম সুখ উপভোগ করবে। কবর তাঁর জন্য প্রশস্ত করে দেয়া হবে, আলো দ্বারা তাঁর কবর সমুজ্জ্বল করা হবে, বেহেশতের দিকে দরজা খুলে দেয়া হবে, যা দিয়ে আসবে বেহেশতের সুঘ্রাণ, বেহেশতের বিছানা বিছিয়ে দেয়া হবে এবং তাঁর সৎকার্যসমূহ এমন সুদর্শন ব্যক্তির রূপ ধারণ করবে যার সংস্পর্শে সে পাবে স্বস্তি ও সন্তুষ্টি।

কেয়ামত ও উহার কিছু নিদর্শন

১। আল্লাহ পাক এ বিশ্বকে চিরস্থায়িত্বের জন্য সৃষ্টি করেন নি। বরং এমন এক দিন আসবে এ দুনিয়া নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে আর সেদিনটাই হবে কেয়ামত দিবস।এটা একটি ধ্রুব সত্য যাতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ إِنَّ السَاعَةَ لَآتِيَةٌ لاَ رَيْبَ فِيْهَا ﴾ غافر: ٥٩

অর্থাৎ, 'নিশ্চয় কেয়ামত আসবে তাতে কোন সন্দেহ নাই'। (৪০ঃ ৫৯) তিনি আরো বলেন,

﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لاَ تَأْتِيْنَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّيْ لَتَأْتِيَنَّكُمْ ﴾ سبأ : ٣

'কাফেররা বলে, কেয়ামত আমাদের কাছে আসবে না। তুমি বলে দাও, আমার রবের শপথ! কেয়ামত তোমাদের নিকট অবশ্যই আসবে'।(৩৪ঃ

৩) কেয়ামত নিকটবর্তী একটি সত্য। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ﴾ القمر: ١

অর্থাৎ, 'কেয়ামতের মহূর্ত নিকটবর্তী হয়েছে' (৫৪ঃ ১)। আল্লাহ পাক আরো বলেন,

﴿ اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِيْ غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ﴾ الأنبياء: ١

অর্থাৎ, 'অতি নিকটে এসেগেছে লোকদের হিসাব-নিকাশের মুহূর্ত অথচ তাঁরা এখনো গাফলাতের মধ্যে বিমুখ হয়ে পড়ে আছে'।(২ ১ঃ ১) কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়াটা মানুষের অনুমানের মাপকাঠিতে নয়, তাদের জ্ঞান ও জানা-শুনার আলোকে নয়।বরং সেটা আল্লাহর অসীম জ্ঞান এবং দুনিয়ার গত হওয়া সময় হিসাবে খুবই নিকটবর্তী বলা হয়েছে। কেয়ামতের মহূর্তটির জ্ঞান গায়েবের ইলম যা একমাত্র আল্লাহই জানেন। সৃষ্টির কাউকে তিনি এবিষয়ে অবগত করেননি।আল্লাহ তায়া'লা বলেন,

﴿ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللهِ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْباً ﴾ الأحزاب: ٦٣

অর্থাৎ, 'লোকেরা তোমায় জিজ্ঞাসা করে যে, কেয়ামত কখন আসবে? বল, উহার জ্ঞান আল্লাহর নিকট রয়েছে; তুমি কি করে জানবে।সম্ভবত তা খুব নিকটে উপস্থিত হয়ে গেছে' (৩৩ঃ৬৩)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম কিছু নিদর্শনের বর্ণনা দিয়েছেন যা কেয়ামত নিকটবর্তী হওয়া প্রমাণ করে। তম্মধ্যে অন্যতম একটি নিদর্শন হচ্ছে দাজ্জালের আবির্ভাব। সে মানুষের জন্য এক মহা ফেতনা, বিপর্যয় ও পরীক্ষা। আল্লাহ পাক তাকে অলৌকিক কতিপয় বস্তু সম্পাদন করার ক্ষমতা দেবেন।ফলে অনেক

মানুষ ধোকার ধূম্রজালে আটকা পড়বে।সে আকাশকে নির্দেশ দিলে বৃষ্টি বর্ষণ করবে, ঘাসকে নির্দেশ দিলে উৎপন্ন হবে এবং মৃত্যু ব্যক্তিকে জীবিত করতে পারবে, আরো অনেক কিছু। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এও উল্লেখ করেছেন যে, সে কানা হবে,দোযখ ও বেহেশতের দৃশ্য ও নমুনা নিয়ে আসবে।সে যেটাকে বেহেশত বলবে সেটা হবে দোযখ এবং যেটাকে দোযখ বলবে সেটা হবে বেহেশ। এ পৃথিবীতে সে চল্লিশ দিন বাস করবে। প্রথম একদিন এক বছরের সমান, আরেক দিন এক মাসের সমান, আরেক দিন এক সপ্তাহের সমান, এবং অবশিষ্ট দিনগুলি স্বাভাবিক দিনের মত হবে। মক্কা ও মদীনা ছাড়া পৃথিবীর কোন স্থান অবশিষ্ট থাকবেনা যেখানে সে প্রবেশ করবে না।

কেয়ামতের অন্যতম আর একটি নিদর্শন হচ্ছে পূর্ব দামেস্কের একটি সাদা মিনারায় ফজরের নামাযের সময় ঈসা বিন মরিয়াম (আঃ) এর অবতরণ। তিনি লোকদের সাথে ফজরের নামাজ আদায় করবেন। অতঃপর দাজ্জালকে খুঁজবেন এবং হত্যা করবেন।কেয়ামতের আরেক নিদর্শন হচ্ছে পশ্চিম দিক হতে সূর্যোদয়। মানুষ যখন তা দেখবে তখন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ঈমান আনা আরম্ভ করবে কিন্তু সে ঈমান আর কোন কাজে আসবে না। এতদ্ব্যতীত আরো অনেক কেয়ামতের নিদর্শন রয়েছে।

২। সর্বাপেক্ষা দুষ্ট ও অসৎ লোকের উপর কেয়ামত কায়েম হবে। কারণ, আল্লাহ পাক ইতিপূর্বে সুঘ্রাণময় বাতাস প্রেরণ করবেন যা মুমিনদের প্রাণ কবজ করে নেবে।মহান আল্লাহ যখন সমস্ত সৃষ্টিজগতের নিশ্চিহ্ন করার ইচ্ছাকরবেন, তখন ফেরেশতাকে সিঙ্গায় ফুকঁ দেয়ার নির্দেশ দেবেন।মানুষ তা শুনা মাত্র অজ্ঞান হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন,

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمٰوَاتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاءَ اللهُ﴾

অর্থাৎ, 'আর সে দিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে।আর যারা আকাশ মন্ডল ও যমিনে আছে সবাই মরে যাবে। সেই লোকদের ছাড়া যাদেরকে আল্লাহ জীবন্ত রাখতে চাইবেন'(৩৯:৬৮)। আর সে দিনটি হবে শুক্রবার। অতঃপর ফেরেশতাকুল মৃত্যু বরণ করবেন। মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ বেঁচে থাকবে না।

৩।মানুষের দেহ কবরে ক্ষয় হয়ে যাবে।পিঠের নিম্নভাগের হাড়ের মূলাংশ ব্যতীত মাটি সারা দেহ খেয়ে ফেলবে। কেবল আম্বিয়ায়ে কেরাম দেহ মাটি খেতে পারবে না। আল্লাহ পাক আকাশ হতে বৃষ্টিপাত করে দেহগুলোকে সজীব সতেজ করবেন। যখন তিনি মানুষের পুনরুত্থান ও পুনরুজ্জীবনের ইচ্ছে করবেন তখন শিংগায় ফুঁক দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতা ইসরাফিলকে জীবিত করে শিংগায় দ্বিতীয়বার ফুঁক দেয়ার নির্দেশ দেবেন। অতঃপর তিনি সৃষ্টিকুলকে জীবিত করবেন এবং মানুষকে তাদের কবর থেকে প্রথমবার সৃষ্টি করার ন্যায় জুতাবিহীন, উলঙ্গদেহ ও খাতনাবিহীন অবস্থায় উঠাবেন করবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

﴿ وَنُفِخَ فِيْ الصُّوْرِ فَإِذَا هُمْ مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ﴾

অর্থাৎ, 'পরে এক শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। আর সহসা তারা নিজেদের প্রতিপালকের সমীপে উপস্থিত হওয়ার জন্য কবরসমূহ হতে বের হয়ে পড়বে' (৩৫:৫১)। আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন,

﴿ يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوْفِضُوْنَ، خَاشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِيْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ﴾ المعارج: ٤٣-٤٤

অর্থাৎ, 'তারা নিজেদের কবর হতে বের হয়ে এমনভাবে দৌড়াতে শুরু করবে, যেন নিজেদের দেবতাদের স্থানসমূহের দিকে দৌড়াচ্ছে। তাদের দৃষ্টি

হবে অবনত, অপমান লাঞ্ছনা তাদের উপর সমাচ্ছন্ন থাকবে, এদিনের অঙ্গীকার তাদের সঙ্গে করা হয়েছিল'। (৭০ঃ৪৩-৪৪)

কবর হতে সর্ব প্রথম যিনি বের হবেন, তিনি হলেন আমাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম। অতঃপর মানুষকে হাশরের ময়দা-নের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। হাশরের ময়দান এক বিরাট প্রশস্ত বিস্তৃত স্থান। কাফেরদের হাশর হবে তাদের মুখের উপর অর্থাৎ চেহারা দিয়ে চলবে, পা দিয়ে নয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, কি ভাবে তাদের মুখমন্ডল দিয়ে হাশর হবে? তিনি বলেছেন, যে মহান সত্তা তাদেরকে পা দ্বারা চলাতে পারেন তিনি তাদেরকে মুখ দিয়ে চলাতেও সক্ষম। আল্লাহর যিকর হতে বিমুখ ব্যক্তির হাশর হবে অন্ধাবস্থায়। সূর্য মানুষের অতি নিকটে আসবে, মানুষ নিজেদের আমল অনুসারে ঘামে আচ্ছন্ন থাকবে; কেউবা দু গোড়ালী পর্যন্ত, আর কেউ কোমর পর্যন্ত আর কেউ ঘামে সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত থাকবে। কিন্তু সেদিন আল্লাহ নিজের ছায়ায় কয়েক প্রকার লোকদেরকে স্থান দেবেন যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া কোন ছায়া থাকবে না। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন,

(سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله، الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل معلق قلبه في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه)

অর্থাৎ, 'সাত প্রকার লোককে আল্লাহ নিজের ছায়ায় স্থান দেবেন যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত কোন ছায়া থাকবে না (১) ন্যায় পরায়ণ শাসক, (২) যে যুবক আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যে বড় হলো, (৩) যে ব্যক্তির অন্তর মসজিদের সঙ্গে ঝুলে থাকে, (৪) যে দু'ব্যক্তি আল্লাহর নিমিত্ত ভালবেসে

একত্রিত হয়েছে এবং তাঁরই নিমিত্ত বিচ্ছিন্ন হয়েছে, (৫) সে ব্যক্তি যাকে এক সম্ভ্রান্ত ও সুন্দরী মহিলা (ব্যভিচারের জন্য) আহ্বান করলে সে বলল, আমি আল্লাহকে ভয় করি, (৬) সে ব্যক্তি যে এত গোপনীয়তা রক্ষা করে দান করে যে, তাঁর বামহাত জানে না যে, তাঁর ডানহাত কি খরচ করেছে, (৭) আর সে ব্যক্তি যে আল্লাহকে নিভৃত নির্জন স্থানে স্মরণ করে এবং তার দু'চোখ দিয়ে অশ্রু বের হয়'। (মুসলিম) আর হিসাব শুধু পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট নয় বরং মহিলাদেরকেও কৃতকর্মের হিসাব দিতে হবে। যদি ভাল হয় তো ভাল প্রতিদান পাবে আর মন্দ হলে মন্দ ফলাফল ভোগ করবে। পুরুষের প্রতিদান ও হিসাব-নিকাশ যেমন, তেমনি মহিলারও। এতে কোন ধরণের বৈষম্য নেই। মানুষের চরম পিপাসা লাগবে। এবং সে দিনটি হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। কিন্তু এ দীর্ঘ সময় মুমিনদের কাছে এক ওয়াক্ত ফরজ নামাজ আদায়ের মত দ্রুত অতিবাহিত হয়ে যাবে।

মুসলমানগণ রাসূলের 'হাওযে কাওসারে' আসবে এবং পান করবে। 'হাওয' আল্লাহর এক বিশেষ দান যা তিনি আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে দান করেছেন। কেয়ামতের দিবসে তাঁর উম্মাত এর পানি পান করবে। উক্ত হাওযের পানি দুধের চেয়েও সাদা, মধুর চেয়েও মিষ্টি এবং মিস্কের চেয়েও সুগন্ধময় হবে। আর পানপাত্র হবে আকাশের নক্ষত্রের সমান। যে একবার পান করবে সে আর কখনও তৃষ্ণার্ত হবে না। মানুষ হাশরের মাঠে এক সুদীর্ঘ কাল বিচার ফয়সালা ও হিসাব-নিকাশের অপেক্ষা করবে। সূর্যের প্রচন্ড তাপে ও কঠিন পরিস্থিতিতে যখন অপেক্ষা ও দাঁড়িয়ে থাকার কাল দীর্ঘ হয়ে যাবে, তখন বিচার শুরু করার জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করতে লোক খুঁজবে। অতঃপর তাঁরা আদম (আঃ) এর কাছে আসবে। তিনি অপারগতা প্রকাশ করবেন। অনুরূপভাবে হযরত নূহ (আঃ), ইবরাহিম (আঃ), মুসা (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ)

একের পর এক অক্ষমতা ও অপারগতা পেশ করবেন। অবশেষে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের নিকট এলে, তিনি বলবেন, এ কাজ তো আমারই। অতঃপর তিনি আরশের নিচে সেজদাবনত হয়ে আল্লাহর এমন কিছু প্রশংসার বাক্য দিয়ে প্রশংসা করবেন যা সেদিন আল্লাহ তাকে শিখিয়ে দেবেন। অতঃপর বলা হবে, হে মুহাম্মাদ! তোমার শির তুল এবং প্রার্থনা কর, তোমার প্রার্থনা গৃহীত হবে এবং সুপারিশ কর, কবুল করা হবে। আল্লাহ তা'য়ালা ফয়সালা ও হিসাব শুরু হওয়ার অনুমতি প্রদান করবেন। উম্মাতে মুহাম্মদীয়ার হিসাব প্রথমেই শুরু হবে।

সর্ব প্রথম বান্দার নামায সম্পর্কে হিসাব-নিকাশ শুরু হবে, যদি তাঁর নামায বিশুদ্ধ ও গৃহীত হয়, অবশিষ্ট অন্যান্য আমলের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হবে। অন্যথায় তাঁর সমস্ত আমল প্রত্যাখ্যাত হবে। অতঃপর বান্দাকে পাঁচটি প্রশ্ন করা হবে, (১) তার জীবন কোথায় অতিবাহিত করল; (২) যৌবন কাল কোথায় ব্যয় করল; (৩) ধন-সম্পদ কিভাবে উপার্জন করল; (৪) এবং কোথায় ব্যয় করল; (৫) এবং তার ইলম অনুসারে আমল কি করল। আর সেদিন বান্দাদের পারস্পরিক ব্যাপারে যখন হিসাব শুরু হবে, তখন রক্তপাত সম্পর্কে প্রথমে ফয়সালা আরম্ভ হবে। বিনিময় দান ও প্রতিশোধ নেয়া সেদিন ভাল-মন্দ উভয় কর্ম দ্বারা সম্পন্ন হবে। ফলে, এক ব্যক্তির ভাল কাজগুলো তার প্রতিপক্ষকে দেয়া হবে।যদি পুণ্যময় কাজ শেষ হয়ে যায়, প্রতিপক্ষের গুনাহের কাজগুলো উক্ত ব্যক্তিকে দেয়া হবে।

পুলসেরাত স্থাপন করা হবে। আর উহা চুলের চেয়ে সুক্ষ্ম, তরবারির চেয়ে ধারালো পুল যা জাহান্নামের পৃষ্ঠে স্থাপন করা হবে। মানুষ নিজের আমল অনুসারে এ পুল পাড়ি দেবে। কেউ চোখের পালকের গতিতে, কেউ বাতাসের গতিতে, কেউ দ্রুত ঘোড়ার গতিতে, এ পুল অতিক্রম করবে। আবার কেউ কেউ দু' হাঁটুর উপর অতিক্রম করবে। উক্ত পুলের উপর কিছু সাঁড়াশী থাকবে যা মানুষকে ধরে দোযখে নিক্ষেপ করবে। কাফের ও গুনাহ-গার মুমিনগণ (যাদের জন্য আল্লাহ দোযখের ফয়সালা দেবেন) পুল হতে

দোযখে পড়ে যাবে। কাফেররা তো চিরতরে দোযখে থাকবে, তবে পাপীরা আল্লাহ কর্তৃক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত শাস্তি ভোগ করার পর জান্নাত লাভ করবে। আল্লাহ পাক নবী, রাসূল ও সৎলোকদের মধ্যে যাদের জন্য মর্জি হবে সুপারিশের অনুমতি প্রদান করবেন যেন তাঁরা দোযখে নিক্ষিপ্ত মুমিনদের জন্য সুপারিশ করে। অতঃপর আল্লাহ পাক তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন।

জান্নাতবাসী পুলসিরাত অতিক্রম করার সময় দোযখ ও বেহেশতের মধ্যবর্তী এক স্থানে থেমে যাবে যেন পরস্পর বিনিময় ও প্রতিশোধ নিয়ে ফেলে। ফলে এমন কোন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যার কাছে অপর ভাইয়ের হক রয়ে যাবে যতক্ষণ না সে এর বিনিময় নিয়ে নেয় এবং একজন অপর জনের উপর সন্তুষ্ট হয়ে যায়।যখন জান্নাতবাসী জান্নাতে এবং দোযখীরা দোযখে প্রবেশ করবে তখন মৃত্যুকে এক ভেড়ার আকৃতিতে পেশ করে তাদের (উভয় দলের) দৃষ্টির সামনে যবেহ করা হবে। অতঃপর বেহেশতবাসীকে বলা হবে, চিরস্থায়ী হও এর পর কোন মৃত্যু নেই; হে দোযখবাসী! তোমাদের জন্য চিরন্তনতা, এর পর কোন মৃত্যু নাই। কেউ যদি আনন্দ ও উল্লাসের কারণে মৃত্যু বরণ করত, তবে বেহেশতবাসীরা করত। আর যদি কেউ দুঃখ ও চিন্তায় মরে যেত, তাবে দোযখীরা মরে যেত।

জাহান্নাম ও উহার আযাব

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ فَاتَّقُوْا النَّارَ الَّتِيْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ﴾ البقرة: ٢٤

অর্থাৎ, 'সেই দোযখের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর।যা প্রস্তুত করা হয়েছে কাফেরদের জন্য'। (২ঃ২৪) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম স্বীয় সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বলেন,

((ناركم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزء ا من نار جهنم)) قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله، قال: ((فإنها فضلت بتسع وستين جزء ا، كلها مثل حرها)) البخاري ومسلم

অর্থাৎ, 'তোমাদের এ আগুন দোযখের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ। তাঁরা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যদিও এটা যথেষ্ট ছিল। তিনি বলেন, উত্তাপ ও গরমে ৬৯গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে দোযখের আগুনে'। (বুখারী-মুসলিম)

দোযখের সাতটি স্তর। প্রত্যেক স্তরের শাস্তি অন্য স্তরের শাস্তি থেকে কঠোর। আমল অনুসারে প্রত্যেক স্তরের জন্য পৃথক পৃথক লোক রয়েছে। মুনাফিকরা জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে থাকবে। এর শাস্তি সর্বাপেক্ষা কঠোর। কাফেরদের শাস্তি দোযখে অব্যাহত থাকবে, বন্ধ হবে না। বরং যতবারই জ্বলে পুড়ে যাবে পুনরায় অধিকতর শাস্তি ভোগ করার জন্য চামড়া পরিবর্তন করা হবে। আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন,

﴿ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ ﴾ النساء: ٥٦

অর্থাৎ, 'তাদের চামড়া গুলো যখন জ্বলে পুড়ে যাবে, তখন আবার আমি তা পাল্টে দেব অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তাঁরা আযাব আসাদন করতে পারে'। (নিসাঃ৫৬) তিনি আরো বলেন,

﴿ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لاَيُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا، كَذٰلِكَ نَجْزِيْ كُلَّ كَفُوْرٍ ﴾ فاطر: ٣٦

অর্থাৎ, 'আর যারা কাফের হয়েছে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদেরকে মৃত্যুর আদেশও দেয়া হবে না যে, তাঁরা মরে যাবে এবং

তাদের থেকে শাস্তিও লাঘব করা হবে না। আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি'।(৩৫ঃ৩৬) আর জাহান্নামীদেরকে শৃংখলাবদ্ধ করা হবে। আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

﴿ وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِيْنَ فِيْ الْأَصْفَادِ سَرَابِيْلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَّتَغْشَى وَجُوْهَهُمُ النَّارُ ﴾ إبراهيم: ٥٠

অর্থাৎ, তুমি ঐ দিন পাপীদেরকে শৃংখলাবদ্ধ দেখবে। তাদের জামা হবে দাহ্য আলকাতরার এবং তাদের মুখমন্ডলকে আগুন আচ্ছন্ন করে ফেলবে' (১৪ঃ ৪৯)। জাহান্নামীদের খাবার হবে যাক্কুম বৃক্ষ। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّوْمِ طَعَامُ الْأَثِيْمِ، كَالْمُهْلِ يَغْلِيْ فِي الْبُطُوْنِ كَغَلْيِ الْحَمِيْمِ ﴾ الدخان

অর্থাৎ, 'নিশ্চয় যাক্কুম বৃক্ষ পাপীদের খাদ্য হবে; গলিত তাম্রের মত পেটে ফুটতে থকবে। যেমন ফুটে গরম পানি'।(৪৪ঃ ৪৩~৪৬) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন,

((لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف بمن يكون طعامه)) سنن الترمذي

অর্থাৎ, 'যদি যাক্কুম বৃক্ষের এক ফোঁটা এ দুনিয়ায় পড়ে দুনিয়াবাসীর জীবন-যাপনকে তিক্ত করে দেবে।যার খাদ্যই তা হবে, তাঁর কি অবস্থা হবে? (তিরমিজী) রাসূলের নিম্নোক্ত বাণীটা জাহান্নামের শাস্তির তীব্রতা ও প্রচন্ডতা এবং জান্নাতের সুখ বিলাসের মহত্ত্ব খুব পরিষ্কারভাবে বলে দেয় পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা ভোগ বিলাস ও সুখ আনন্দ উপভোগকারী কাফের ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিমিষের জন্য নিক্ষেপ করে বলা হবে, তুমি কি

কখনোও সুখ শান্তি ভোগ করেছ? সে বলবে,না, সুখ শান্তির ছোঁয়া আমি পাইনি। এক মুহূর্তে দুনিয়ার সমস্ত ভোগ বিলাস ভুলে যাবে। অনুরূপভাবে মুমিনদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা দুঃখী মানুষটাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো মাত্র জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি দুঃখ ও ক্লেশ বলতে কিছু ভোগ করেছিলে? সে বলবে,না, আমি কখনোও দুঃখ ও কষ্ট ভোগ করিনি।এক নিমিষে দুনিয়ার দুঃখ-কষ্ট ও দারিদ্র্য ভুলে যাবে। (মুসলিম)

জান্নাতের বিবরণ

জান্নাত চিরস্থায়িত্ব ও মর্যাদার আবাস। আল্লাহর সৎ বান্দারা এমন নেয়ামত উপভোগ করবে যা চক্ষু কখনোও দেখেনি, কান কখনোও শুনেনি, এমন কি মানুষের অন্তরে কখনোও ধারণা ও কল্পনা রূপেও উদিত হয়নি। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾ السجدة: ١٧

অর্থাৎ, 'কেউ জানে না যে, তাঁর জন্য জান্নাতে তাদের আমলের বিনিময়ে চক্ষুশীতলকারী কি কি সামগ্রী যোগাড় রাখা হয়েছে'।(৩২ঃ১৭)

মুমিনগণের আমল অনুসারে বেহেশতে তাদের স্তর ও শ্রেণী ভিন্ন হবে। আল্লাহ্ পাক বলেন,

﴿ يَرْفَعِ اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ المجادلة: ١١

অর্থাৎ, 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং জ্ঞান প্রাপ্ত,আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দিবেন' (৫৮ঃ১১) আর তাঁরা নিজের কামনা ও রুচি অনুযায়ী যা ইচ্ছা পানাহার করবেন।তাতে আছে স্বচ্ছ পানির নহর, নির্মল দুধের নহর যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, পরিশোধিত মধুর নহর এবং

পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শারাবের নহর। তাদের সে শারাব দুনিয়ার শারাবের মত নয়। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ، بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِيْنَ، لاَ فِيْهَا غَوْلٌ وَلاَ هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ ﴾ الصافات: ٤٥-٤٧

অর্থাৎ, 'শারাবের ঝর্ণাসমূহ হতে পান পাত্র পূর্ণ করে তাদের মধ্যে ঘুরানো হবে। তা উজ্জ্বল পানীয় পানকারীদের জন্য সুপেয়,সুস্বাদু। না তাদের দেহে তাঁর দরুণ কোন ক্ষতি হবে, না তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যাবে'। (৩৭ঃ৪৫-৪৮)। তাদের নিকট দৃষ্টি সংরক্ষণকারী, সুন্দর চক্ষু বিশিষ্ট নারীগণ হবে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন,

((لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما (أي السماء والأرض) ولملأته ريحا)) البخاري

অর্থাৎ, 'জান্নাতের এক তরুণী যদি দুনিয়াবাসীকে একবার উঁকি মেরে দেখে, তাহলে আসমান ও যমীন আলোকিত হয়ে যাবে এবং ভরে দেবে সুগন্ধে'। (বুখারী) জান্নাতীদের সর্বাপেক্ষা বড় নেয়ামত পূত পবিত্র মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাক্ষাৎ লাভ। তাঁরা পেশাব পায়খানা করবে না, ফেলবে না থুথু। চিরুণী হবে স্বর্ণের, ঘাম মিস্কের। এ নেয়ামত অব্যাহত থাকবে কখনোও বন্ধ হবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে সব সময় জান্নাতের নেয়ামত উপভোগ করবে। কোন দিন এ নেয়ামত থেকে সে বঞ্চিত হবেনা। জান্নাতের সর্ব নিম্ন নেয়ামত পৃথিবী ও পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর চেয়ে দশ গুণ শ্রেয়। আর এই নেয়ামত সেই ব্যক্তি লাভ করবে যাকে সর্ব শেষে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।

بنغالي - ١٧٠

اليوم الآخر

Co-operative office for Call & foreigners

ردمك: ٩٩٦٠-٨١٣-٢٠-٤